STEPPING STONE
SCHOOL (HIGH)

Class- V

Sub- 2nd language (Bengali)

Time- 30minutes

Topic- Prose

Date-03/06/2020

Worksheet-16

'অবাক জলপান' গল্পের পরবর্তী অংশ নীচে দেওয়া হল। তোমরা গল্পটি ভালো করে পড়ো এবং শব্দার্থ ও বানান গুলি মুখস্থ করে না দেখে একটি পৃষ্ঠায় লেখো। তারপর পৃষ্ঠাটি তারিখ অনুযায়ী যত্ন করে ফাইল-এ রেখে দাও।

(লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে এক বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ : কে ও, গোপাল নাকি?

পথিক : আজ্ঞে না, আমি পূব গাঁয়ের লোক, একটু জলের খোঁজ করছিলুম।

বৃদ্ধ : বল কী হে, পূব গাঁ ছেড়ে এখানে এয়েছ জলের খোঁজ করতে? হাঃ হাঃ হাঃ। তা, যাই বলো বাপু, অমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না। খাসা জল, তোফা জল, চমৎকার জল।

পথিক : আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে।

বৃদ্ধ : তা তো পাবেই, ভালো জল যদি হয়, দেখলে তেষ্টা পায়। ভাবতে গেলে তেষ্টা পায়। তেমন জল তো খাওনি কখনও। বলি, ঘুমড়ির জল খেয়েছ কোনোদিন?

পথিক : আজ্ঞে না, তা খাইনি।

বৃদ্ধ : খাওনি? আঃ, ঘুমড়ি আমার মামার বাড়ি— আদত জলের জায়গা। সেখানকার যে জল, কী বলব তোমায়! কত জল খেলাম— কলের জল, নদীর জল, ঝরনার জল, পুকুরের জল— কিন্তু মামার বাড়ির কুয়োর যে জল, অমনটি আর কোথাও খেলাম না। ঠিক যেন চিনির পানা— ঠিক যেন কেওড়া দেওয়া শরবত।

পথিক : তা মশায়, আপনার জল আপনি মাথায় করে রাখুন। আপাতত এই তেষ্টার সময় যা হয় একটু জল আমার গলায় পড়লেই চলবে।

বৃদ্ধ ঃ তাহলে বাপু তোমার গাঁয়ে বসে খেলেই তো পারতে। পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার কী দরকার ছিল? যা হয় একটা খেলেই হল, ও আবার কী রকম কথা? আমাদের জল পছন্দ না হয় খেয়ো না— ব্যাস। গায়ে পড়ে নিন্দে করবার দরকার কী? আমি ও রকম ভালোবাসিনে, হ্যাঁ—

(রাগে গজগজ করতে করতে প্রস্থান)

(পাশের বাড়ির জানালা খুলে আর-এক বৃদ্ধের হাসিমুখ বার করা)

বৃদ্ধ ঃ কী হে, এত তর্কাতর্কি কীসের?

পথিক ঃ আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাইছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না, কেবলই সাত-পাঁচ গল্প করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম তো রেগেমেগে অস্থির।

বৃদ্ধ ঃ আরে দূর দূর। তুমিও যেমন! জিজ্ঞাসা করতে লোক পাওনি? ও হতভাগা জানেই বা কী, আর বলবেই বা কী? ওর যে দাদা আছে খালিপুরে চাকরি করে, সেটা তো একটা আস্ত গাধা। ও মুখ্যুটা কী বললে তোমায়?

পথিক ঃ কী জানি মশায়, জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামার বাড়ি জল বলে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে।

বৃদ্ধ ঃ হুঁ, ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমাকে বোকা মতন দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি তো ফর্দ করেছেন! আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তো আমি এক্ষুনি পঁচিশটা বলে দেব।

পথিক ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আমি বলছিলুম কী, একটু খাবার জল—

বৃদ্ধ ঃ কী বলছ? বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা শুনে যাও। বৃষ্টির জল, ডাবের জল, চোখের জল, নাকের জল, জিভের জল, হুঁকোর জল, ফটিক জল, রোদে ঘেমে জ—ল, আহ্লাদে গলে জ—ল, গায়ের রক্ত জ—ল, বুঝিয়ে দিলে জ—ল—ক-টা হল? গোনোনি বুঝি?

পথিক ঃ না মশায় গুনিনি, আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।

বৃদ্ধ ঃ তোমার কাজ না থাকলেও আমার কাজ থাকতে পারে তো? যাও, যাও, মেলা বকিয়ো না। একেবারে অপদার্থের একশেষ!

(সশব্দে জানালা বন্ধ)

মূলবক্তব্য ঃ— কোথাও জল না পেয়ে পথিকটি জলের খোঁজ করতেই থাকে। পথে দেখা হয় এক বৃদ্ধের সঙ্গে। বৃদ্ধ জলের সন্ধান না দিয়ে তাকে বিভিন্ন রকমের জলের সন্ধান শোনান। পাশের বাড়ির জানালা খুলে অপর এক বৃদ্ধ-ও হাজার রকম জলের কথা বলেন, যার কোনোটাই পথিকের তৃষ্ণা মেটাতে পারবে না। অর্থাৎ তৃষ্ণার্ত পথিকের জলের তৃষ্ণা দূর করার কোনো উদ্যোগ না নিয়ে সকলেই জল সম্বন্ধে নিজেদের পান্ডিত্য জাহির করে এক হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। শেষ পর্যন্ত সেখানে জল না পেয়ে অন্যত্র জলের সন্ধানে পথিককে চলে যেতে হল।

শব্দার্থ ঃ— গেরস্ত — গৃহস্থ
খামোকা — অযথা
বরকন্দাজ — বন্দুকধারী সিপাই
খাসা — খুব ভালো
তোফা — খুব সুন্দর
অপদার্থ — অকর্মন্য

বানান ঃ— শরবত যন্ত্র
ব্রেনজ বিশ্বাস
পছন্দ আহ্লাদ
অস্থির প্রেস্ক্রিপশন